ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নতুন ছবির পরিচালক পরিবর্তন, জানালেন শাহরুখ খান

পৃঃ ৫

অবশেষে জানা গেল নেইমারের বার্সা ছাড়ার আসল রহস্য

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৫২ ● কলকাতা ● ১৫ পৌষ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

চিন্ময় প্রভুকে জামিন নয়, চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারককে নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

চট্টগ্রাম

আগামী ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ওরফে চিন্ময় প্রভুর জামিন শুনানি রয়েছে। কিন্তু ওই দিন যাতে বাংলাদেশের সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র জামিন না পান তার জন্য চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারক আসাদুজ্জামানকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।সূত্রের খবর, আগামী ২ জানুয়ারি চিন্ময় প্রভুর জামিন আর্জির শুনানিতে তাঁর হয়ে কোনও আইনজীবীকে লড়তে যাতে বাধা দেওয়া না হয়, তা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারককে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তিনি নিজেও এ বিষয়ে শিশির মনি-সহ সুপ্রিম কোর্টের জামায়াত ইসলামি সমর্থক আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। জামায়াত সমর্থক আইনজীবীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, চিন্ময় প্রভুর হয়ে কাউকে লড়তে বাধা দেওয়া হবে না। তবে তার জামিন যাতে মঞ্জুর না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এর পরেই অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান ও আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান বিচারপতি। তারাও জামায়াত সমর্থক আইনজীবীদের দাবির সারবত্তা রয়েছে বলে জানান। এর পরেই চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারক আসাদুজ্জামানকে জরুরি তলব করে ২ জানুয়ারি চিন্ময় প্রভুর জামিন আর্জি খারিজের নির্দেশ দিয়েছেন 'রাজাকার' পরিবারের সন্তান হিসাবে পরিচিত প্রধান বিচারপতি।সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারক আসাদুজ্জামানকে জানিয়েছেন, 'মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও মতেই চিন্ময় প্রভুকে জেলের বাইরে বের হতে দেওয়া যাবে না। ওই নির্দেশ মানতে হবে। যার আদালতে চিন্ময় প্রভুর জামিন শুনানি হওয়ার কথা সেই বিচারক সাইফুল ইসলামের এজলাস থেকে প্রয়োজনে মামলা জামায়াত ইসলামি ঘনিষ্ঠ কোনও বিচারকের এজলাসে পাঠাতে হবে।' কোনও মামলার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি এমন হস্তক্ষেপ করতে পারেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।শেখ হাসিনা জমানার অবসানের পরেই বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের ওপর বেলাগাম সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। বাড়ি-ঘর-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি হিন্দুদের মন্দিরগুলিতেও ব্যাপক ভাঙচুর চলছে। ওই নির্যাতনের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছিলেন চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের প্রধান তথা ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু। নিপীড়িত হিন্দুদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট। আর হিন্দু নির্যাতন নিয়ে সরব হওয়ায় মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের রাজরোষে পড়তে হয় তাঁকে। গত ২৫ নভেম্বর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে গ্রেফতার করা হয় চিন্ময় প্রভুকে। ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে তাঁকে পেশ করা হলে জামায়াত ইসলামীর সদস্য তথা চট্টগ্রাম মহানগর আদালতের বিচারক সাইফুল

এরপর ৩ পাতায়

দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়বেন না, মেয়েরা - কেউ ডাকলেই চলে যাবেন না: মমতা

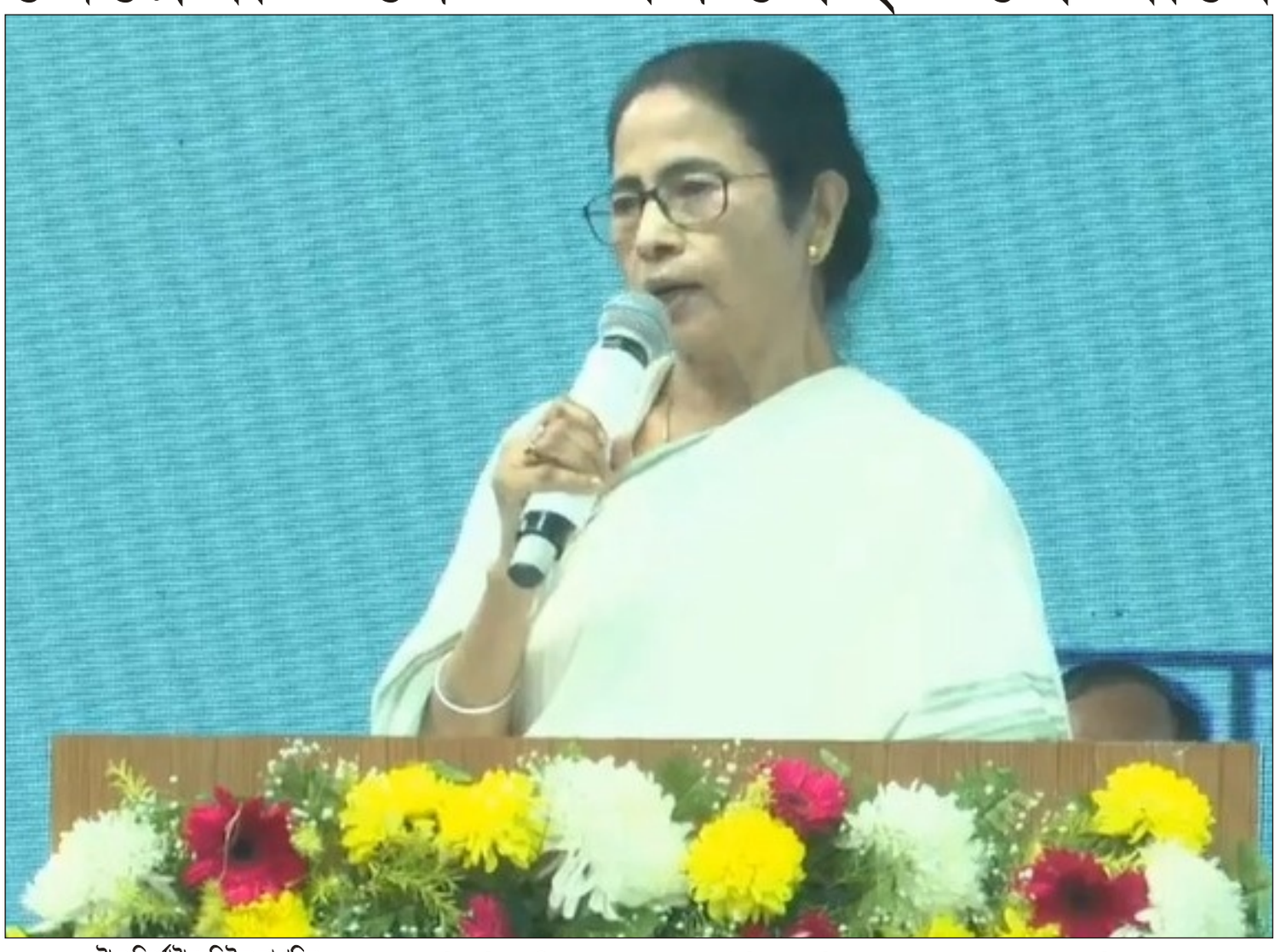

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সন্দেশখালিকাণ্ডে একসময় তোলপাড় হয়েছে রাজ্য। যে ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই চলে বিস্তর। সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন, জমি দখলের মতো একের পর এক অভিযোগ উঠেছে। যা ঘিরে সরগরম হয় রাজ্য রাজনীতি। কারণ, এইসব অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন- শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারের মতো তৃণমূল নেতারা।সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র বলেন, "উনি সরকারি টাকায় প্রোগ্রাম করছেন না ! আমরা তো সরকারি টাকায় প্রোগ্রাম করি না। আমাদের যতটুকু সামর্থ্য হয়, সেটুকু দিয়ে প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করি। আর সরকারি টাকায় যাঁরা দুর্নীতি, প্রোগ্রাম করেন সেটা হলেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদিকে এবার বুঝিয়ে দিতে হবে, কম্বলে আর শীত মানছে না। মানুষের লড়াই করতে করতে গায়ে গরম এসে যাচ্ছে। কম্বলে আর কিছু হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার বুঝে নিতে হবে। সন্দেশখালিতে আমরা লড়াই করে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। সেই শান্তির জায়গায় আমরাই থাকব।"

গ্রেফতারও হয়েছিলেন তাঁরা। এবার সেই সন্দেশখালিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দিলেন, 'কোনও দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়বেন না। আর মনে রাখবেন, কোনও মেয়েরা, কেউ ডাকল আর চলে গেল, সেটাও যাবেন না।'মমতা বলেন, "মিলেমিশে থাকবেন। কোনও দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়বেন না। আর মনে রাখবেন, কোনও মেয়েরা, কেউ ডাকল আর চলে গেল, সেটাও যাবেন না। আপনাদের অধিকার, আপনাদের নিজস্ব অধিকার। সরকার যখন পরিকল্পনার জন্য চেষ্টা করবে, 'দুয়ারে সরকার' করবে, আপনার দরজায় আসবে। আপনি তাকে বলবেন, সে আপনার কাজটা দেখবে। আর যদি কেউ আপনাকে ভুল বোঝায়, মিথ্যা কথা বলে, আমি জানি এখানে অনেক টাকার অঙ্কের খেলা হয়েছে। পরে দেখলেন তো, সবটাই ভাঁওতা। মিথ্যা বেশিদিন চলে না। মিথ্যা কিন্তু একদিন প্রকাশ পায়। আমি চাই, যা হয়েছে, হয়েছে। আমার মনে নেই। আমি ভুলে গেছি। আমি মনে রাখতে চাই, সন্দেশখালির মেয়েরা-ছেলেরা এক নম্বর স্থানে আসুক। তাঁরা ভারতে এক নম্বর হোক। তাঁরা সারা বিশ্ব জয় করুক। সারা বিশ্বে এক নম্বর হোক।"গত ৫ জানুয়ারি, রেশন দুর্নীতির তদন্তে, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে রক্তাক্ত হতে হয় ঊউ-র আধিকারিকদের। ভাঙচুর করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি। মহিলাদের ধর্ষণ থেকে শুরু করে শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, নির্যাতনের ভূরি ভূরি অভিযোগ ওঠে। সেই সময় আন্দোলনকারীরা চেয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী একবার এলাকায় আসুন। ভোটের প্রচারে বারাসাতে গিয়ে পরে সন্দেশখালি যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। সন্দেশখালি ইস্যু রাজ্য সরকারের ঘুম কেড়ে নিলেও, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র এবং হাড়োয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হন। সেই সন্দেশখালিতেই আজ যান মুখ্যমন্ত্রী। সন্দেশখালিকাণ্ডের প্রায় এক বছর পর আজ শেখ শাহজাহানের এলাকায় পা রাখেন তিনি। দুপুরে সন্দেশখালির মিশন মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখান থেকে একাধিক ইস্যুতে বিরোধীদের তোপ দাগেন তিনি। যার জবাবও দিয়েছে বিজেপি।

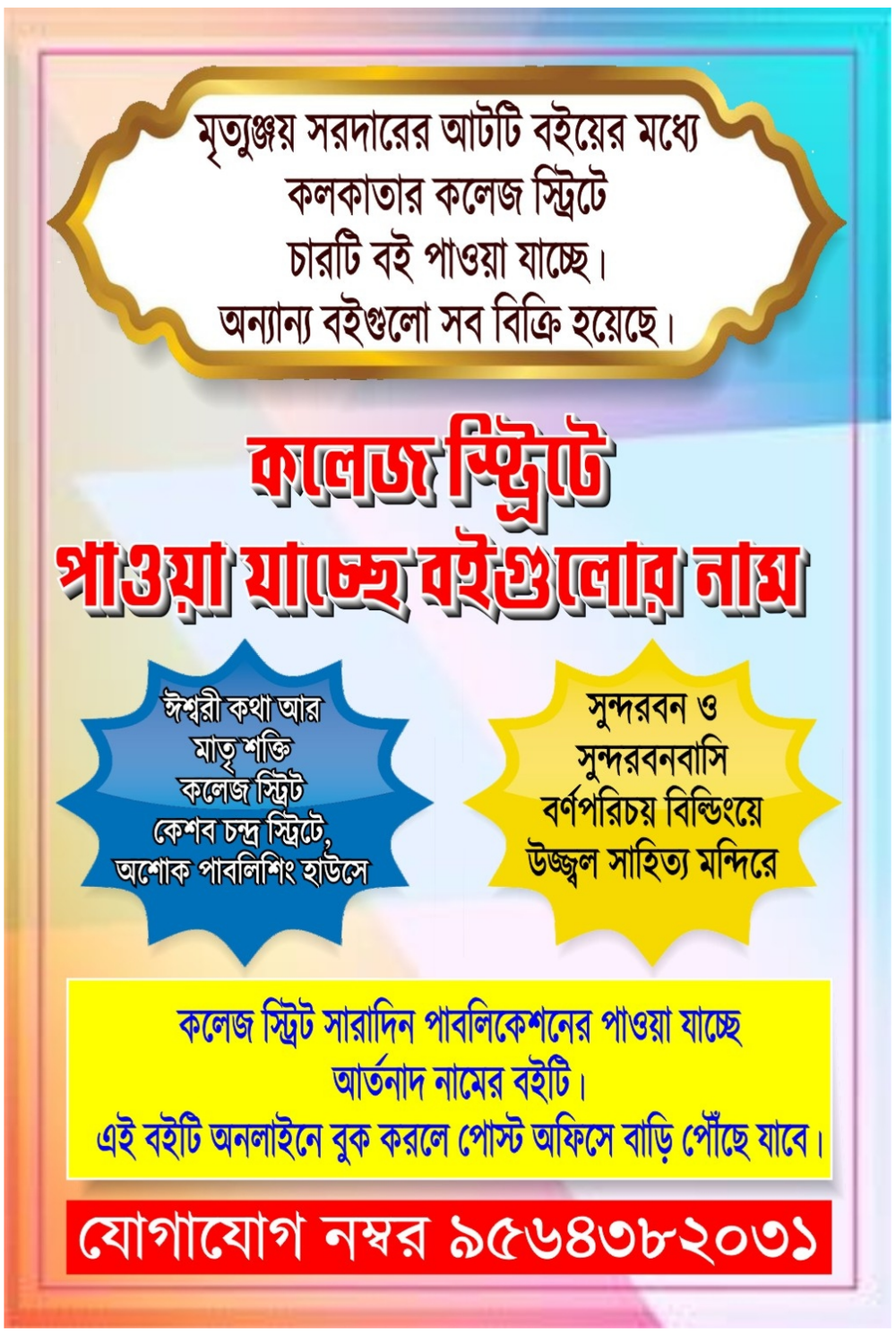

বিশ্বের যানশিল্পের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মিঃ ওসামু সুজুকির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্বের যানশিল্পের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মিঃ ওসামু সুজুকির প্রয়াণে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন যে মিঃ ওসামু সুজুকির দূরদর্শিতার কারণে যানশিল্প সম্পর্কে বিশ্বের ধ্যান-ধারণা আমূল বদলে গেছে। তাঁর নেতৃত্বে সুজুকি মোটর কর্পোরেশন হয়ে উঠেছিল বিশ্বের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান যা সাফল্যের সঙ্গে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে যানশিল্পকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

এ সম্পর্কে শ্রী মোদী সমাজমাধ্যমে তুলে ধরা এক বার্তায় বলেছেন :

"বিশ্বের যানশিল্পের ক্ষেত্রে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মিঃ ওসামু সুজুকির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর দূরদর্শিতার ফলে যানশিল্প সম্পর্কে বিশ্বের ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তাঁর নেতৃত্বে সুজুকি মোটর কর্পোরেশন হয়ে উঠেছিল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান যা সাফল্যের সঙ্গেই উদ্ভাবন প্রচেষ্টা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এসেছে। ভারত ছিল তাঁর কাছে খুবই প্রিয় একটি দেশ। মারুতির সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার ফলে ভারতের যানশিল্পের বাজারে বিশেষ বিপ্লব ঘটে গেছে।"

"মিঃ সুজুকির সঙ্গে আলোচনা ও

এরপর ৩ পাতায়

নতুন বছরে চিকিৎসা ব্যবস্থায় নতুন চমক দিতে চলেছে অভিষেক ! "চলমান-হাসপাতাল,সেবা শ্রয়" তারই আগে পরিদর্শনে প্রশাসন ও দলের নেতৃত্বরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নতুন বছরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মস্তিস্কপ্রসূত "সেবাশ্রয়" শুরু হতে চলেছে। গত নভেম্বর মাসে আমতলায় অডেটোরিয়ামে চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সমন্বয়; নামে একটি বৈঠক করেন স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সেখানেই এই "সেবাশ্রয়"-এর কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। নতুন বছরের ২ জানুয়ারি এসডিও মাঠে তাঁর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সেবাশ্রয়ের প্রথম কর্ম সূচী শুরু হচ্ছে ২ জানুয়ারি থেকে। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভা থেকেই নিজের সংসদীয় এলকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের "সেবাশ্রয়" কর্মসূচীর সূচনা করবেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রে জানা যায় ডায়মন্ড হারবারের মোট সাতটি বিধানসভায় হবে এই স্বাস্থ্য শিবির। প্রথম পর্বের করত্মসূচী চলবে ২ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিটি বিধানসভায় ১০ দিন করে শিবির চলবে। এই দশদিনের মধ্যে সাতদিন থাকবে জেনারেল মেডিসিনের চিকিৎসকেরা। বাকি তিনদিন সুপার স্পেশালিটি হাস্পাতালের চিকিৎসকেরা থাকবেন।এই শিবিরের ৭৫ দিনের কর্মসূচীতে ৮০০ বেশি চিকিৎসক যোগ দেবেন।থাকছে "চলমান হাসপাতালের" ব্যবস্থা,জানা গিয়েছে এই স্বাস্থ্য পরিষেবায় থাকছে "চলমান হাসপাতাল"। এতে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি পোর্টেবল এসিজিও করা যাবে। রক্তের ডেঙ্গু পরীক্ষা ও হেমগ্লোবিন পরীক্ষারও সম্পূর্ণ সুবিধা পাবে ডায়মন্ড হারাবার এলকার সমস্ত স্তরের মানুষ। জটিল রোগে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান শিবিরে আসা কনো ব্যক্তির রোগ ধরা পড়লে সেই মুহুর্তেই রোগ নির্ণয়ও করা হবে। সঙ্কটজনক রোগীদের জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে রেফারেল সিস্টামে ১২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে সেটাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এই শিবিরে শুধু ফ্রীতে চিকিৎসা প্রদান নয়, দেওয়া হবে বিনা মূল্যে ওষুধও। অবশ্য তার জন্য অ্যাপ ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন করতে হবে শিবিরে চিকিৎসা করাতে আসা ব্যক্তিদের। এক কথায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মস্তিকপ্রসূত এই "সেবাশ্রয় প্রকল্প" স্বাস্থ্য প্রকল্প এক দৃষ্টান্ত তৈরি হতে ছলেছে। তারই আগে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলছে ক্যাম্প তৈরির প্রস্তুতি। নজরদারিতে রয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন ও দলের নেতৃত্ব রা। পাশাপাশি সম্প্রতি এদিন সরেজমিনে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে দেখে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ।

সিকিম থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় নিহত মা ও মেয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ ব্যারাকপুর সুকান্ত সরণির বাসিন্দা শোভন শাসমল স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে উত্তর সিকিম বেড়াতে গিয়েছিলেন ২৩ ডিসেম্বর। শনিবার সফর শেষে উত্তর সিকিমের জুলুক থেকে গ্যাংটক ফিরছিলেন তাঁরা। গ্যাংটকের হোটেলে ফেরার পথেই ঘটে দুর্ঘটনা। পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় শাসমল দম্পতিদের গাড়ি।

দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান পিয়ালী ও তাঁর কন্যা শ্রীনিকা। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় শোভন শাসমলকে। বর্তমান শোভন-সহ গাড়ির চালক গ্যাংটক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে রাখা রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই পরিবারের তরফ থেকে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। দু'জনের দেহ বাড়িতে নিয়ে আসার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে মনে করছেন পরিবারের সদস্যরা।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'ওঁরা গাড়িতে মোট ছ'জন ছিল। কোনওভাবে গাড়িটি ব্রেক কষতে গিয়ে পাল্টি খেয়ে যায় বলে শুনেছি। এর পরেই গাড়িটি খাদে পড়ার সময় পিয়ালী ও তাঁর মেয়ে ছিটকে যায়। বাচ্চাটি বেঁচেছিল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা গিয়েছে।' এলাকায় সকলের সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক ছিল শোভন-সহ পরিবারের সকলের। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

ভারতে বাংলাদেশিদের প্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ: ফ্যাক্ট চেক যা বলছে

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

ভারতের নদিয়া জেলার ঐতিহ্যবাহী লালন তীর্থ কদমখালীর লালন মেলায় এবারে কোন বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেনি বলে জানিয়েছে, ভারতের নিউজ বাংলা ১৮। ঐতিহ্যবাহী লালন তীর্থ কদমখালীর লালন মেলার নাম ভারত-বাংলাদেশ দুই প্রান্তেই বেশ পরিচিত।

প্রতিবেদন বলছে, এই মেলায় প্রতিদিন লালনের বিভিন্ন সংগীত চর্চা হয়ে থাকে। স্থানীয় এবং বাইরের একাধিক শিল্পীরা এসে লালনের গানে মাতিয়ে তোলেন দুই প্রান্তের মানুষকে।

প্রতিবেদন দাবি করছে, সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির কারণে এ বছর বাংলাদেশের মানুষ কলকাতার নদীয়ায় লালনের মেলায় আসতে পারেনি বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রতিবেদন আরো দাবি করছে, তবে কি 'নো এন্ট্রি ফর বাংলাদেশি!' সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেল!

ভারতের গণমাধ্যমের এমন সংবাদকে নেটিজেনরা নিচ্ছেন হাসির খোরাক হিসেবে। তারা দাবি করছেন ভারতের গণমাধ্যম যে দাবি করছে, বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি বিরাজমান এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ভূয়া।

ফ্যাক্ট চেক বলছে, ভারতে বাংলাদেশিদের জন্য মেডিকেল ভিসাসহ অন্যান্য ভিসাও চালু করবে ভারত। পাশাপাশি কয়েকদিন আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল বাংলাদেশিদের জন্য সীমান্ত পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু করবে ভারত। তাই ভারতের গণমাধ্যমের দাবি করা খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মহাকুম্ভ ২০২৫ : ধর্ম ও সংস্কৃতির এক মহা মিলন ক্ষেত্র

নতুন দিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

মহাকুম্ভ ২০২৫ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন : "আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৫ দিন ধরে প্রয়াগরাজে আয়োজিত হবে মহাকুম্ভ। ঐ সময়ে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের এখানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর অনেকগুলি কারণ রয়েছে। প্রথমেই এনআরআই দিবস, তার পরেই মহাকুম্ভ এবং এর ঠিক পরে পরেই সাধারণতন্ত্র দিবসের উদযাপন। এ হল এক ধরনের ত্রিবেণী সঙ্গম, যেখানে ভারতের উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার এক বিশেষ সুযোগ সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।" প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশ সরকার মহাকুম্ভ ২০২৫-এর উদ্যোগ আয়োজনে সামিল হয়েছে। প্রয়াগরাজে আয়োজিত এই কুম্ভ যাতে মহাসমারোহে অথচ সুরক্ষা ও নিরাপত্তার মধ্যে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনরকম ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাকুম্ভ হল আধ্যাত্মিকতার এক বিশেষ উদযাপন। ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলতে থাকা ৪৫ দিনের এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্বের নানা প্রান্তের ৪০ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী। ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতার এক মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠবে ২০২৫-এর মহাকুম্ভ। মহাকুম্ভকে উপলক্ষ করে পরিকাঠামোর দিক থেকে নতুন ভাবে সেজে উঠছে প্রয়াগরাজ। ৪৫ দিনের এই উৎসবে দেশ-বিদেশের ৪০ কোটিরও বেশি পর্যটক ও পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই অতিরিক্ত চাপ সামাল দেওয়ার জন্য সড়ক পরিকাঠামোকেও আরও মজবুত করে তোলা হচ্ছে। ৯২টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সংস্কারের পাশাপাশি সেগুলিকে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে। ১৭টি সড়কের উভয় দিকই দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। ৩০টি সেতুকে করে তোলা হচ্ছে আরও মজবুত। প্রয়াগরাজ অর্থাৎ মহাকুম্ভ নগরে পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য প্রচুর অস্থায়ী আস্তানা তৈরি করা হচ্ছে। হাজার হাজার তাঁবু ও অন্যান্য আস্তানার পাশাপাশি সুপার ডিলাক্স থাকার জায়গাও গড়ে তোলা হচ্ছে। আইআরসিটিসি-র উদ্যোগে মহাকুম্ভ গ্রাম নামে বিলাসবহুল তাঁবুরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে পুণ্যার্থীরা বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীর পাশাপাশি অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাও লাভ করতে পাবেন। প্রয়াগরাজে আগত পুণ্যার্থীদের

এরপর ৩ পাতায়

নিজেদের হাতে থাকা ৯৫ ভারতীয়কে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল বাংলাদেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

জেলবন্দি ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি দিতে চলেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আটক কাকদ্বীপের ৯৫ মৎস্যজীবীকে দ্রুত ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছিল নবান্ন। বিষয়টি তদারকি করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে।

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব লুৎফুন নাহার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, ওই ৯৫ জনের বিরুদ্ধে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ অনুসারে যে মামলা হয়েছিল, তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আটক ছয় ট্রলারকেও ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা।রাজ্যের তরফে কেন্দ্রের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে এই ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী।তাঁদের বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছিল, তা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ নিয়ে জারি করা হয়েছে একটি

এরপর ৩ পাতায়

বিকল্প পদ্ধতিতে ওবিসি সমস্যার নিরসনের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

বিকল্প পদ্ধতিতে ওবিসি সমস্যার নিরসনের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার বসিরহাটের সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ওবিসি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'চেষ্টা করছি যদি কোন পদ্ধতি বের করে দেওয়া যায় ।' উল্লেখ্য ওবিসি সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ে ২০১০ সালের পর থেকে জারি করা রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হয় ফলে সমস্যায় পড়ে রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্রধারীরা ।মামলায় হেরে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার । ওই মামলার জেরে ঝুলে রয়েছে একাধিক নিয়োগ, ওবিসি নন ক্রিমেলিয়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রেও কম বেগ পেতে হচ্ছে না ওবিসি শিক্ষার্থীদের । যে কারণে ওবিসি শংসাপত্রধারীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন । সোমবার বসিরহাটের সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ওবিসি শংসাপত্রধারীরা সমস্যার কথা স্বীকার করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প ভাবনারর কথা জানান । মমতা বলেন, 'ওবিসি ছেলেমেয়েদের একটু সমস্যা হচ্ছে, কারণ কোর্টে একটা কেস করে কেসটাকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে । কেসটা এখন সুপ্রিম কোর্টেও আছে। আমরাও প্রায় সাত-আট জন আইনজীবী দিয়েছি আমরা এটাও চেষ্টা করছি যদি কোন পদ্ধতি বের করে দেওয়া যায়, কারণ অনেক নিয়োগ আটকে আছে । প্রায় লক্ষাধিক রিক্রুটমেন্ট আটকে আছে এই ওবিসির জন্য ।ওবিসি মামলা সুপ্রিম কোর্টে বারবার পিছিয়ে যাওয়ায় প্রাক্তন আইপিএস ও বিধায়ক হুমায়ুন কবির সম্প্রতি মত প্রকাশ করেন যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অ্যাক্ট ১৯৯৩-এর সেকশন-১১ এ স্পষ্ট বলা আছে নির্দিষ্ট লিস্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে সার্ভের ভিত্তিতে । পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ১৮৮ পাতার ৩৬০

এরপর ৩ পাতায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' (১১৭ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

শেষ পর্ব

এই একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তাহলে খুব খেলুন, নিজেকে বিকশিত করুন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, ভারতের দুটি বিশাল কৃতিত্ব আজ সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এগুলির কথা শুনলে আপনিও গর্ব অনুভব করবেন। এই দুটি সাফল্যই স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এসেছে। প্রথম সাফল্যটি এসেছে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে। ম্যালেরিয়া রোগটি চার হাজার বছর ধরে মানবজাতির জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। স্বাধীনতার সময়ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এটি। এক মাস থেকে ৫ বছর বয়স অবধি বাচ্চাদের প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে ম্যালেরিয়ার স্থান তিনে। আজ আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে পারছি, দেশবাসী নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন WHO-এর রিপোর্ট বলছে 'ভারতে ২০১৫ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া ও তার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ৮০ শতাংশ কমে গেছে। এটি কোন সামান্য কৃতিত্ব নয়। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এটাই যে এই সাফল্য সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এসেছে। ভারতের প্রতিটি প্রান্ত, প্রতিটি জেলা থেকে সবাই এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন। অসমের জোরহাটের চা বাগানগুলোতে চার বছর আগে পর্যন্ত ম্যালেরিয়া মানুষের দুশ্চিন্তার একটি বড় কারণ ছিল। কিন্তু যখন একে নির্মূল করার লক্ষ্যে চা বাগানে থাকা সবাই এক জোট হন তখন এই ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সাফল্য আসতে শুরু করে। নিজেদের এই প্রয়াসে ওঁরা technology-র পাশাপাশি social media-ও বিশাল রূপে ব্যবহার করেন। এভাবেই হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলা ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি খুব সুন্দর model সামনে নিয়ে এসেছেন। এখানে ম্যালেরিয়ার monitoring-এর ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ বেশ সফল হয়েছে। পথনাটিকা ও রেডিওর মাধ্যমে এমন বার্তায় জোর দেওয়া হয়েছে যার ফলে মশার breeding কম করতে অনেকটাই সাহায্য পাওয়া গেছে। সারা দেশে এই ধরণের নানান প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।

বন্ধুরা, আমাদের সচেতনতা এবং দৃঢ়সংকল্পের মাধ্যমে আমরা যে কী অর্জন করতে পারি তার দ্বিতীয় উদাহরণ হল ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই। বিশ্ব বিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটের প্রকাশিত গবেষণা সত্যিই খুব আশাব্যঞ্জক। এই জার্নালের মতে, এখন ভারতে সময়মতো ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে। সময়মতো চিকিৎসা বলতে, একজন ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা ৩০ দিনের মধ্যে শুরু করা যেতে পারে এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকল্পের কারণে ৯০% ক্যান্সার রোগী তাদের চিকিৎসা যথাসময়ে শুরু করতে পেরেছে। এমনটা হয়েছে কারণ আগে অর্থের অভাবে দরিদ্র রোগীরা ক্যান্সার রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা থেকে সরে দাঁড়াতেন। এখন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প তাদের জন্য একটি বড় ভরসা হয়ে উঠেছে। এখন তাঁরা তাঁদের চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসছেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প ক্যান্সারের চিকিৎসায় জন্য যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন, সেই সমস্যাকে অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে। এটাও ভালো বিষয় যে আজ মানুষ, ক্যান্সারের সময়মতো চিকিৎসার ব্যাপারে, অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। এই সাফল্য যতটা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার, চিকিৎসক, নার্স এবং কারিগরি কর্মীদের, ততটাই আমার নাগরিক ভাই ও বোনেদের। সকলের প্রচেষ্টায় ক্যান্সারকে পরাজিত করার আমাদের সংকল্প আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁদের সকলের যারা সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র মন্ত্র - Awareness, Action and Assurance। Awareness অর্থাৎ ক্যান্সার এবং তার লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা। Action মানে সময়মতো রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা। Assurance মানে এই বিশ্বাস যে রোগীদের জন্য সবরকম সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে। আসুন আমরা সবাই মিলে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে এই লড়াইকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাই এবং যতটা সম্ভব রোগীদের সাহায্য করি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আজ আমি আপনাদের ওড়িশার কালাহান্ডি অঞ্চলের এমন একটি প্রয়াসের কথা জানাতে চাই যারা খুব কম জল আর স্বল্প সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সফলতার এক নতুন গাথা লিখেছে। এটি হল কালাহান্ডির সবজি ক্রান্তি। এক সময় যেখান থেকে কৃষক পালিয়ে যেতে বাধ্য হত, সেখানেই আজ কালাহান্ডির গোলামুন্ডা ব্লক ৷বমবঃধনষব যঁন হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনটি কিভাবে এল? একে দশ জন কৃষকের একটি ছোট গোষ্ঠী শুরু করেন। এই গোষ্ঠীর সকলে মিলে একটা ঋচঙ - কৃষক উৎপাদন সংঘ স্থাপন করে, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু করা হয়, আজ ওদের এই FPO কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে। আজ প্রায় ২০০-র বেশি কৃষক এই FPO -র সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যার মধ্যে ৪৫ জন মহিলা কৃষক সদস্যও রয়েছেন। এরা সবাই মিলে ২০০ একর জমিতে টমেটো চাষ করছেন আর ১৫০ একর জমিতে করলার চাষ করছেন। এখন এই FPO-র বার্ষিক ঃংহড়াবৎ দেড় কোটিরও বেশি হয়ে গেছে। আজ কালাহান্ডির সবজি কেবল ওড়িশার বিভিন্ন জেলাতেই নয়, দেশের অন্য রাজ্যগুলিতেও পৌঁছে যাচ্ছে আর ওখানকার কৃষকেরা এখন আলু আর পেঁয়াজ চাষ করার নতুন কলাকৌশলও শিখছে।

বন্ধুরা, কালাহান্ডির এই সাফল্য আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে সংকল্পশক্তি আর সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় কি না সম্ভব। আমি আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ করছি

- নিজেদের এলাকার FPO গুলিকে উৎসাহ দিন।
- কৃষক উৎপাদন গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মজবুত করে তুলুন।

মনে রাখবেন ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমেও বড় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। আমাদের শুধু দৃঢ় সংকল্প আর সম্মিলিত ভাবনার প্রয়োজন।

বন্ধুরা, আজকের 'মন কি বাত'-এ আমরা শুনলাম কি ভাবে আমাদের ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তা সে খেলার মাঠ হোক বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য হোক বা শিক্ষা- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত নিত্য নতুন উচ্চতা লাভ করে চলেছে। আমরা এক পরিবারের মতো মিলেমিশে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছি এবং সাফল্য লাভ করেছি। ২০১৪ সাল থেকে শুরু হওয়া 'মন কি বাত'-এর ১১৬টি পর্বে আমি দেখেছি যে 'মন কি বাত' দেশের সামগ্রিক শক্তির এক জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। আপনারা সবাই এই অনুষ্ঠানকে আপন করে নিয়েছেন। প্রতি মাসে আপনারা আপনাদের চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। কখনো কোনো young innovator-এর আইডিয়াতে প্রভাবিত হয়েছি, তো কখনো কোন কন্যার achievement-এ গৌরবান্বিত হই। এটা আপনাদের সবার মিলিত প্রচেষ্টা, যা দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চার করেছে। 'মন কি বাত' এইরকম ইতিবাচক শক্তি বিকাশের মঞ্চ হয়ে উঠেছে, এখন ২০২৫ কড়া নাড়ছে। আসন্ন বছরে 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে আমরা উৎসাহব্যঞ্জক প্রচেষ্টার বিষয়গুলো ভাগ করে নেব। আমার বিশ্বাস, দেশবাসীর ইতিবাচক চিন্তা ও innovation-এর ভাবনায় ভারত নতুন উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে। আপনারা নিজেদের আশেপাশের অনন্য প্রচেষ্টাকে #Mannkibaat-এর সঙ্গে share করতে থাকুন। আমি জানি যে পরের বছরের প্রতিটি 'মন কি বাত'-এ আমাদের কাছে একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মতো অনেক কিছু থাকবে। আপনাদের সবাইকে জানাই ২০২৫-এর জন্য অনেক শুভকামনা। সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন, Fit India Movement-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান, নিজেকেও ভরপুর রাখুন। জীবনে উন্নতি করতে থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।

মনমোহন সিংয়ের সমাধিস্থলকে বিতর্কের বিষয় বানাবেন না: বুদ্ধিজীবীরা

সন্তু সিং, সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ (এজেন্সি)। মহান অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর সমাধিস্থলকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দলগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক যোগেশ কুমার বলেছেন, বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক। সমস্ত রাজনৈতিক দলের এটি করা থেকে বিরত থাকা উচিত কারণ ড. সিংয়ের মর্যাদা বিতর্কে ঘেরা।

অরবিন্দ পাঠক, একজন সুপরিচিত সমাজকর্মী এবং বহু গণআন্দোলনের ধারক বাহক, বলেছেন যে এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ডক্টর সিং শুধু দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না, একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদও ছিলেন। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাকে বিতর্ক থেকে দূরে রাখতে হবে।

ডঃ গিরজেশ রাস্তোগী বলেছেন যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মনমোহন সিং ছিলেন সরলতার প্রতীক। তাঁর জীবন বিতর্ক থেকে দূরে ছিল, তাই তাঁর সমাধিস্থল নিয়ে কোনো রাজনীতি করা উচিত নয়

প্রবীণ সাংবাদিক সুলতান এস কোরেশি বলেন, রাজনীতির ধরন অনেক বদলে গেছে। এখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যেও রাজনৈতিক সম্ভাবনা খুঁজতে শুরু করেছে। এটা ঠিক না। এল.এস

প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের প্রয়াণে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন:

"আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের প্রয়াণে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। তিনি এক মহান দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতির জন্য তিনি সব রকম চেষ্টা চালিয়েছেন। ভারত-আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করতে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পরিবার-পরিজন ও আমেরিকার জনগণের প্রতি রইল আমার সমবেদনা।"

১-ম পাতার পর

চিন্ময় প্রভুকে জামিন নয়, চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারককে নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

ইসলাম জেল হেফাজতে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে ৩ ডিসেম্বর জামিন আর্জির শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু তার আগেই চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী শুভাশিস শর্মা-সহ ৭০ জন হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এমনকি বেশ কয়েকজন হিন্দু আইনজীবীর চেম্বারেও ভাঙচুর চালানো হয়। চট্টগ্রাম আদালতের জামায়াত ইসলামি সমর্থক আইনজীবীরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মিছিলও করেন। ফলে চিন্ময় প্রভুর হয়ে কোনও আইনজীবী দাঁড়াননি। মওকা পেয়েই হিন্দুদের রক্ষাকর্তার জামিন শুনানি এক মাস পিছিয়ে দেন বিচারক। এর পরে ঢাকা থেকে প্রবীণ আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চিন্ময় প্রভুর জামিন শুনানি এগিয়ে আনার আর্জি নিয়ে গত ১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ছুটকো কারণ দেখিয়ে তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক।

২ পাতার পর

নিজেদের হাতে থাকা ৯৫ ভারতীয়কে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল বাংলাদেশ

বিজ্ঞপ্তিও।

প্রসঙ্গত, দু'মাস আগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল ভারতীয় ৬টি ট্রলার। সেই সময় ৯৫ জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জল সীমায় ঢুকে পড়েন। তাঁদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশের উপকূল রক্ষা বাহিনী। মৎস্যজীবীদের একটি সংগঠন সেই সময় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁদের ঘরে ফেরাতে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নজরে আনে সংগঠন।

২ পাতার পর

মহাকুম্ভ ২০২৫ : ধর্ম ও সংস্কৃতির এক মহা মিলন ক্ষেত্র

সুবিধার জন্য বিভিন্ন সড়কের কিছু দূর অন্তরই ২ লক্ষ ৬৯ হাজারের মতো পথনির্দেশ সম্বলিত প্লেটও লাগানো হচ্ছে। ব্যবস্থা থাকছে মোবাইল টয়লেটেরও। মহাকুম্ভে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা নজরদারির লক্ষ্যে বসানো হচ্ছে হাজার হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা। আকাশপথে নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হবে ড্রোন। অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থাও প্রায় পাকা। এজন্য ব্যয় করা হচ্ছে ১৩১ কোটি টাকারও বেশি। এমনকি, জলের নীচেও থাকছে আন্ডারওয়াটার ড্রোনে নজরদারি। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি টিম ২৪ ঘন্টা কাজ করে যাবে। সবকটি থানাতেই থাকছে সাইবার হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থা। বিপর্যয় মোকাবিলা টিমকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে যাবতীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয় সামাল দেওয়ার জন্য। মহাকুম্ভে থাকছে চিকিৎসারও যাবতীয় বন্দোবস্ত। অস্থায়ী হাসপাতালগুলিতে অস্ত্রোপচার সহ রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হচ্ছে। 'ভীষ্ম কিউব'-এর সাহায্যে একই সঙ্গে ২০০ জন পর্যন্ত মানুষের চিকিৎসা করা হবে। 'নেত্র কুম্ভ' নামে চোখ পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও এই মহাকুম্ভের উদ্যোগ আয়োজনের আর একটি দিক। স্থাপন করা হয়েছে একটি চক্ষুদান শিবিরও। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের মেলা ও উৎসবে ১১ হাজারেরও বেশি মানুষ চক্ষুদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও মহাকুম্ভকে কেন্দ্র করে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটানো হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সুরক্ষা, ডিজিটাল উদ্ভাবন, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ ইত্যাদি। মহাকুম্ভকে কেন্দ্র করে স্থানীয় পণ্যের পসরা দিয়ে বিপণিগুলিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে যেখানে নানা ধরনের সামগ্রী সংগ্রহের সুযোগ থাকবে। আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য থাকছে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা। এই ভাবে সরকার ও সাধারণ মানুষের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মহাকুম্ভ ২০২৫ হয়ে উঠবে শুধু একটি ধর্মীয় সমাবেশ মাত্র নয়, একই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি, সুরক্ষা, ধারাবাহিকতা ও আধুনিকতার এক বিশ্বজনীন উদযাপন।

২ পাতার পর

বিশ্বের যানশিল্পের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মিঃ ওসামু সুজুকির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী

আলাপচারিতার স্মৃতি আমার কাছে বড়ই প্রিয়। আমি তাঁর বিনম্র অথচ প্রজ্ঞাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রশংসা করি। উৎপাদনের গুণমান অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তাঁর যত্ন ও মনোযোগ ছিল উল্লেখ করার মতো। এক কথায়, গুণগত মানের উন্নয়ন আর তার সুরক্ষায় তিনি আপোসহীনভাবে অঙ্গীকার রক্ষা করে গেছেন। তাঁর পরিবার-পরিজন, সহকর্মী এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধদের জানাই আমার আন্তরিক সমবেদনা।"

২ পাতার পর

বিকল্প পদ্ধতিতে ওবিসি সমস্যার নিরসনের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন চাইলে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সার্ভে করে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকার এই বিকল্প পথ অবলম্বন করে নতুন লিস্ট তৈরি করতে পারে। তাহলে এবার কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মতেই সিলমোহর দিতে চলেছেন। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত আইনজীবী কপিল সিব্বালকে নিয়োগ করা হয়। তবে প্রথম থেকে আরজি কর কান্ডের শুনানির ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির শুনানি পিছিয়ে যেতে থাকে।

ভারতে নাশকতার ছক ! অসমে গ্রেপ্তার আনসারুল্লা বাংলা টিমের আরও এক জঙ্গি

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

অসম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর হাতে গ্রেপ্তার আনসারুল্লা বাংলা টিমের (এবিটি) আরও এক জঙ্গি। ধৃতের নাম গাজি রহমান (৩৫)। কোকরাঝাড় পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার সহযোগী হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিম। অসম পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন, গাজি রহমানের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজকর্মের পরিকল্পনার অভিযোগ রয়েছে। সে পলাতক ছিল। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৫২ সংখ্যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ১৫ পৌষ, ১৪৩১

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের দিনই তৃণমুলে ফিরল মাস্টার ! 'সবটা করেছে তৃণমুলের ভয়ে; বললেন শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

দ সুজয় মাস্টার। সন্দেশখালির মানুষের কাছে তিনি অতি পরিচিত মুখ। কিন্তু তাঁর এই পরিচয় ছাড়াও আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সন্দেশখালিতে শাসকবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি, সন্দেশখালি পর্বে জেলও খেটেছেন তিনি। সেই 'সুজয় মাস্টারই' মুখ্যমন্ত্রীর সন্দেশখালি সফরের দিন যোগ দিলেন তৃণমূলে।

সুজয় রাজ্য সরকারি স্কুলের প্যারাটিচার। এক সময়ে তিনি ছিলেন সিপিএম কর্মী। পরে যোগ দেন তৃণমূলে। কিন্তু শাহজাহান ঘনিষ্ঠ উত্তম এবং শিবুর অত্যাচারে তৃণমূল ছেড়ে দেন। সন্দেশখালিতে মহিলাদের নিয়ে তৈরি করেন প্রমিলা বাহিনী। এই বাহিনীই সন্দেশখালি পর্বে শাসক দলকে ব্যাকফুটে ফেলেছিল। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যে রেখা পাত্রকে প্রার্থী করেছিল, তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল সুজয়ের। পরে এই আন্দোলন থেমে যায়। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে মুখ থুবড়ে পড়ে বিজেপি। তারপর থেকে ক্রমেই বিজেপির সঙ্গে 'মাস্টারের' দূরত্ব তৈরি হয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালিতে পৌঁছনোর আগেই ঘাসফুলে যোগ দেন সুজয় মাস্টার। প্রত্যাবর্তন নিয়ে তাঁর সাফ জবাব, 'নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। তাই আবার দলে ফিরলাম।'

অন্যদিকে, এই ঘটনায় কটাক্ষের সুরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'উনি তো তৃণমূলেরই লোক। লোকসভা নির্বাচনের সময়েও উনি তৃণমূল করেছেন। প্যারাটিচার সংগঠনের তৃণমূলের নেতা উনি। পাঁচ দিন আগে উনি আমাকে একটি মেসেজ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি চাপে পড়েছি। আমি বলেছি নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতে।'

সম্পাদকীয়

মহাকুম্ভের বার্তা হল 'সমগ্র দেশকে একত্রিত হতে হবে' : প্রধানমন্ত্রী

মন কি বাত-এর ১১৭-তম পর্বে আজ জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মহাকুম্ভের বিশেষত্ব শুধু এর বিশালতাই নয়, এর বৈচিত্র্যও। এই অনুষ্ঠানে কোটি কোটি মানুষের সমাগম হয়। লক্ষ লক্ষ সাধক, হাজার রকমের ঐতিহ্য, শত শত সম্প্রদায় এবং নানান আখড়া সকলেই এই আয়োজনের অংশীদার হন। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, কোথাও কোনো বিভেদ নেই, কেউই বড় বা কেউই ক্ষুদ্র নয়। এ ধরনের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিশ্বের আর কোথাওই দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আমাদের কুম্ভ হচ্ছে একতার মহাকুম্ভ। আসন্ন মহাকুম্ভ এই একতার মহাকুম্ভের মন্ত্রকে আরও উদ্দীপিত করবে। প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণকে মহাকুম্ভে একতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "সমাজ থেকে সমস্ত ভেদাভেদ, বিদ্বেষ ও বৈষম্য দূর করার মন্ত্র গ্রহণ করি চলুন। আমাকে যদি মাত্র কয়েকটি শব্দে তা বলতে হয়, তাহলে আমি বলবো, মহাকুম্ভের বার্তা এক হোক সমগ্র দেশ"। অর্থাৎ মহাকুম্ভের বার্তা হল, সমগ্র দেশ একত্রিত হোক। আমি বলতে চাই গঙ্গার অবিরল ধারা আমাদের সমাজকে যেন বিভক্ত না করে। অর্থাৎ গঙ্গার বহমান ধারার মতো আমাদের সমাজও থাকুক অবিভক্ত।

শ্রী মোদী আরও বলেন, এ বছর প্রয়াগরাজে দেশ এবং বিদেশের ভক্তরা ডিজিটাল মহাকুম্ভ প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। ডিজিটাল পথদিশার সাহায্যে ভক্তরা বিভিন্ন ঘাটে, মন্দিরে ও সাধুদের আখড়ায় পৌঁছে যেতে পারবেন। এই একই পথদিশা ব্যবস্থাপনা জনগণকে নির্দিষ্ট পার্কিং এলাকাতেও পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। এ বছরই প্রথম কুম্ভ উৎসবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। কুম্ভ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ১১টি ভারতীয় ভাষায় এআই চ্যাট বোটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। যে কেউ এই চ্যাট বোটে যে কোনো ধরনের সাহায্য চাইতে পারেন। বক্তব্য টাইপ করে বা মুখে বলে সাহায্য চাওয়া যাবে। সমগ্র মেলা এলাকাটি এআই ক্ষমতা বিশিষ্ট ক্যামেরার নজরে থাকবে। কেউ যদি কুম্ভে এসে তার আত্মীয় পরিজন থেকে হারিয়ে যান, তাহলে এই ক্যামেরাগুলি তাদের খুঁজে দিতে সাহায্য করবে। ভক্তরা ডিজিটাল নিরুদ্দেশ প্রাপ্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। ভক্তদের সরকারি মান্যতাপ্রাপ্ত ভ্রমণ প্যাকেজগুলি, হোম স্টে, মোবাইল ফোন এবং থাকার জায়গা সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন। মহাকুম্ভ ভ্রমণকালে ভক্তরা তাদের সেল্ফি #ঊশঃধকধগধযধশঁসনয এখানে আপলোড করতে পারবেন। দেশবাসীর প্রতি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সমগ্র প্রান্তে কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি পৌঁছে যাচ্ছে তা তুলে ধরেন। তিনি এ প্রসঙ্গে মিশরের ১৩ বছর বয়সী এক দিব্যাঙ্গ মেয়ে যেভাবে তার মুখ দিয়ে তাজমহলের দুর্দান্ত ছবি এঁকেছেন সেকথা উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী বলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে মিশরের প্রায় ২৩০০০ পড়ুয়া ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ওই প্রতিযোগিতায় তাদের ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারত ও মিশরের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে বিষয়ে ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় যেসব যুবক-যুবতীরা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তাদের সৃজনশীলতার জন্য কোনো প্রশংসা বাক্যই যথেষ্ট নয়।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাইত্রিশতম পর্ব)

ইত্যাদি। সকলেই পুরুষ এবং এই সব পুরুষ দেবতাদের মাহাত্ম্যেই প্রায় সমগ্র ঋগ্বেদ ভরপুর। দেবীরা শুধু যে সংখ্যায় নগণ্য তাই নয়, গৌরবেও একান্ত গৌণ। অনেক সময় তাঁদের সত্তাটুকুও সুস্পষ্ট নয়। যেমন ইন্দ্রাণী, বরুণানী, প্রভৃতি 'আনী'-প্রত্যয়যুক্ত দেবীরা ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি সঙ্গিনীমাত্র; তাছাড়া তাঁদের আর কোনো পরিচয় নেই। রাত্রী ও বাক্-এর উদ্দেশ্যে একটি করে পুরো সূক্ত থাকলেও উভয় সূক্তই ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশভুক্ত এবং দেবী হিসেবে উল্লিখিত হলেও এঁদের সত্তা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। পুরমধি, ধীষণা এবং এলা সম্বন্ধেও একই কথা, যদিও দেবী হিসেবে এঁদের পরিচয় আরও অস্পষ্ট। অবশ্য ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলেও পৃথিবীর উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সূক্ত পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যত্র কোথাওই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পাঞ্জাবে কৃষক আন্দোলন, বাতিল ২২১ ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

দাবি মানেনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি, আলোচনাতেও বসেনি। নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে তাই পাঞ্জাবে বন্ধ ডেকেছিলেন কৃষকরা। সোমবার সেই বন্ধের প্রভাব পড়ল পঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায়। কৃষকদের বিক্ষোভের কারণে ২২১টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। অবরুদ্ধ রাস্তাঘাটও।

সংযুক্ত কিসান মোর্চা (অরাজনৈতিক) এবং কিসান মজদুর মোর্চার ডাকে আবার পথে নেমেছেন কৃষকেরা। ওই দুই সংগঠন আগেই জানিয়েছিল, সোমবার সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তারা বন্ধ পালন করবে। চিকিৎসাসহ জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হতে শুরু করেন কৃষকরা। জলন্ধর-দিল্লি জাতীয় সড়ক, অমৃতসর-দিল্লি হাইওয়ের ওপর বসে পড়েছেন তারা। ফলে ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ। মোহালিতে বিমানবন্দর যাওয়ার পথও অবরোধ করেছেন কৃষকেরা।

কৃষকদের কর্মসূচির কারণে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না-হয় সে দিকে নজর রেখেছে পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে মোহালিতে ৬০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা রাজ্যের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। কৃষক নেতা সরওয়ান সিংহ পন্ধের বলেন, 'বন্ধের সময় শুধু জরুরি পরিষেবায় ছাড় থাকবে। কেউ যদি বিমানবন্দর যান, কিংবা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে বা বিশেষ প্রয়োজন থাকে, তাদের আটকানো হবে না।'

ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি), কৃষি ঋণ মকুব, পেনশনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের বিল না বাড়ানোর মতো বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের আন্দোলন চলছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লি সংলগ্ন পঞ্জাব এবং হরিয়ানার শম্ভু এবং খানাউড়ি সীমানায় অবস্থানে বসে রয়েছেন কৃষকেরা। ২৬ নভেম্বর কৃষক নেতা জগজিৎ সিংহ ডাল্লেওয়াল আমরণ অনশন শুরু করার পর আন্দোলন নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এর আগে 'রেল রোখো' কর্মসূচিও নিয়েছিলেন কৃষকেরা। পন্ধের জানিয়েছেন, ডাল্লেওয়ালের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। কিন্তু কেন্দ্র সহযোগিতা করছে না। তাই কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করতেই বন্ধের কর্মসূচি নিয়েছেন তারা।

ভারতের নারীদের কাছেই বিশ্বের ১১ শতাংশ স্বর্ণ

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

বিশ্বের কোথায় কত স্বর্ণ রয়েছে, তা পরিমাপ করার কাজে একাধিক সংস্থা নিযুক্ত থাকলেও এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশ্বস্ত 'ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল'। তাদেরই পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে যত সোনা রয়েছে, তার ১১ শতাংশই ভারতীয় মহিলাদের কুক্ষিগত।

পরিসংখ্যানে এও বলা হয়েছে যে, ভারতীয় নারীদের কাছে যত স্বর্ণ রয়েছে, তা মেলালে মোট পরিমাণ হয় ২৪ হাজার টন। স্বর্ণ সঞ্চয়ের নিরিখে বিশ্বের প্রথম পাঁচ দেশকে মেলালেও এই পরিমাণ স্বর্ণ হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চয়ে ৮০০০ টন স্বর্ণ মজুত রেখেছে। জার্মানি মজুত রেখেছে ৩৩০০ টন স্বর্ণ। ইতালির হাতে রয়েছে ২৪৫০ টন স্বর্ণ, ফ্রান্সের হাতে ২৪০০ টন এবং রাশিয়ার হাতে ১৯০০ টন।

পরিসংখ্যান অনুসারে উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের নারীদের কাছে বেশি স্বর্ণ রয়েছে। দেশের নারীদের কাছে যত স্বর্ণ রয়েছে, তার ৪০ শতাংশ রয়েছে দক্ষিণ ভারতে। ২৮ শতাংশ রয়েছে কেবল তামিলনাড়ুতেই। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের তুলনায় পরবর্তী দুই অর্থবর্ষে দেশের মহিলাদের হাতে থাকা সোনার পরিমাণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে পরিসংখ্যান। এই বিপুল পরিমাণ সোনা ভারতের অর্থনীতির পক্ষেও সহায়ক বলে দাবি করেছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতিতে স্বর্ণের গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে এবং অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার হিসাবে স্বর্ণর অলঙ্কার দেওয়ার চল রয়েছে এই দেশে। তা ছাড়া ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবেও অনেকে স্বর্ণ কিনে রাখেন। ভারতের আয়কর আইন অনুযায়ী, এক জন বিবাহিত নারী নিজের কাছে সর্বাধিক ৫০০ গ্রাম এবং অবিবাহিত নারী সর্বাধিক ২৫০ গ্রাম স্বর্ণ রাখতে পারেন। এর বেশি পরিমাণ স্বর্ণ রাখলে আয়কর দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। পুরুষদের জন্য এই পরিমাণ মাত্র ১০০ গ্রাম।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ফলে একাধিক উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যেমন ধরুন...

কর্মক্ষেত্রে পদন্নতি ঘটে: একেবারেই ঠিক শুনেছেন বন্ধু! এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী যে নিয়মিত পাঠ করা শুরু করলে কর্মক্ষেত্রে চটজলদি প্রমোশন পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষদের নিকেশ ঘটতেও সময় লাগে না। তাই তো বলি বন্ধু ৩০ পেরতে না পেরতেই যদি বাড়ি,গাড়ি এবং মোটা মাইনের মালিক হয়ে উঠতে চান, **ক্রমশঃ**

ফের শুরু হচ্ছে 'দুয়ারে সরকার' ! জানুন কবে থেকে ?

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

সব দিক বিচার করে এরকম প্রত্যন্ত এলাকার জন্য ফের শুরু হচ্ছে 'দুয়ারে সরকার'। সোমবার সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে এই শিবির। একইসঙ্গে তিনি জানান, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নতুন মহকুমা হবে। মানুষকে আরও কাছাকাছি পরিষেবা দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি। অর্থাৎ সরকারি কাজকর্মের জন্য দূরে যেতে হবে না।

এর আগে ২০২২ সালেই রাজ্যে সাত নতুন জেলার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে ছিল বসিরহাটও।এ বার ফের তিনি একবার সে কথা মনে করিয়ে দিলেন। লোকসভা ভোটের আগে সন্দেশখালি নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। রাজ্য রাজনীতিতেও তার প্রভাব ছিল ততটাই। সেই ঘটনার পর এই প্রথম সন্দেশখালি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন সন্দেশখালির ঋষি অরবিন্দ মিশনের মাঠে সভা করেন তিনি। সেখান থেকেই মমতা জানান, ১৪-১৫-১৬ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলা চলবে। মানুষের বাড়ি ফিরতে ফিরতে ১৬-১৭-১৮। ২৩ তারিখ নেতাজির জন্মদিন। ২৬ তারিখ সাধারণতন্ত্র দিবস। এর পরই হবে দুয়ারে সরকারের শিবির।

মমতার কথায়, 'বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যাদের যাতায়াতের অনেক সমস্যা হয়, নদী পেরিয়ে যেতে

হয়, সেখানে আরেকটা করে দুয়ারে সরকার করার জন্য আমি মুখ্যসচিবকে বলব। যাঁরা এখনও কাস্ট সার্টিফিকেট, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নাম লেখাতে পারেননি, স্বাস্থ্যসাথী, পাট্টা পাননি, তাঁরা যাতে সুযোগ পান।'

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

ঐশ্বরিয়ার কারণেই সারাজীবন সিঙ্গেল থাকতে চেয়েছিলেন বিবেক!

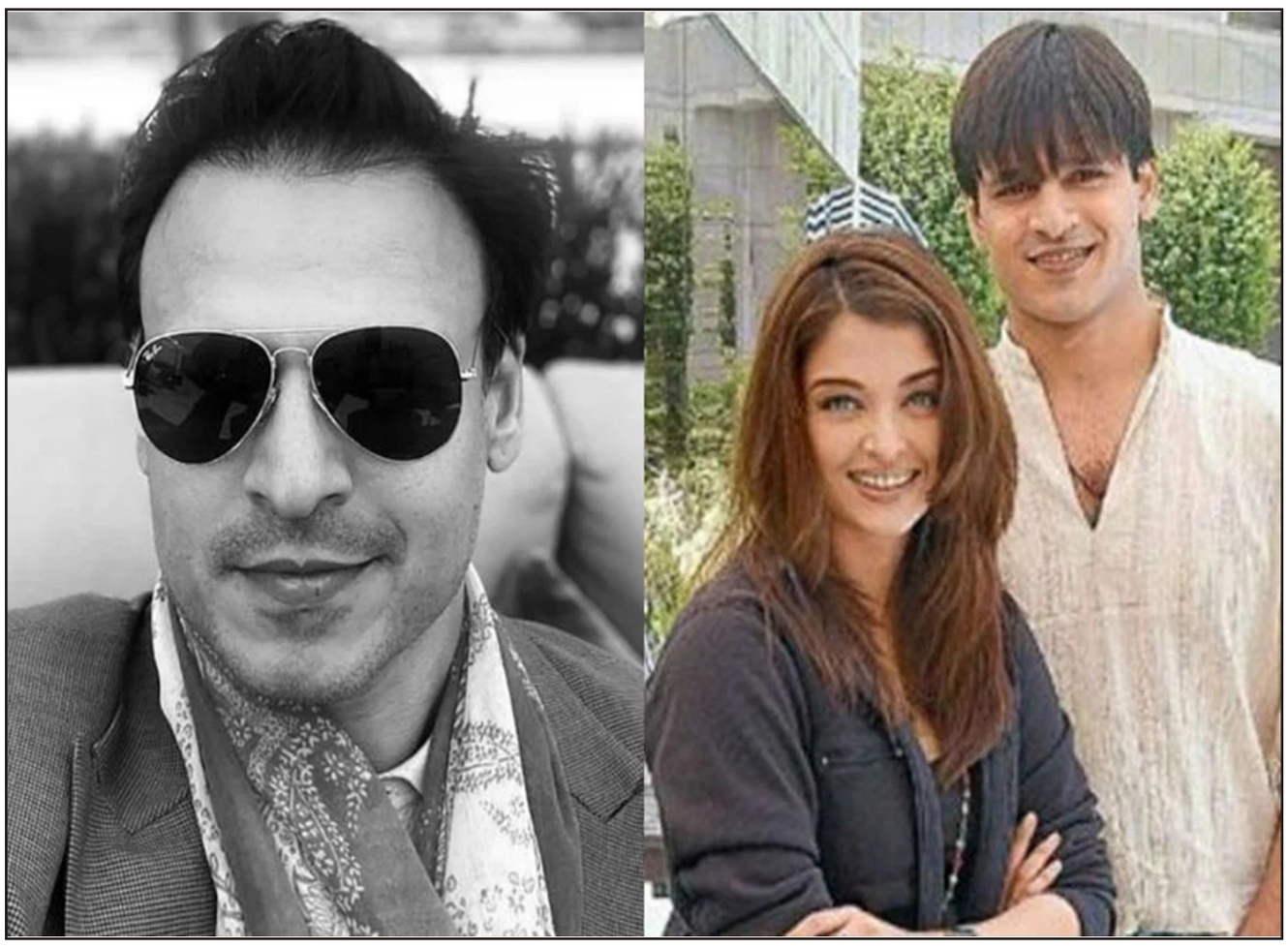

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা বিবেক ওয়েরয়ের সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির কুইন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের রসায়ন একটা সময় চর্চায় ছিল। ২০০৩ সালে 'কিউ হো গায়া না' ছবির সেটে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বিবেকের প্রেম শুরু হয়। সেই সম্পর্ক চলেছে বছর দুয়েক।

এবার কোনো এক প্রেম জীবনের ওঠাপড়া প্রসঙ্গে উপলব্ধি ভাগ করে নিয়েছেন বিবেক ওবেরয়। জানিয়েছেন, এক সময়ে প্রেম ভাঙার কারণে তিনি খুবই কষ্ট পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রেম ভাঙার পর অভিনেতা নাকি আর সম্পর্কে জড়াননি।

সে প্রসঙ্গে বিবেক বলেছিলেন, 'আমরা অনেক সময় মন ভালো করার পরিবর্তে আবেগের ওপর জোর দেই। আমার সেই মন খারাপের অবস্থা প্রায় পাঁচ বছর ছিল। তারপর আমি প্রিয়াঙ্কাকে (বিবেকের স্ত্রী) খুঁজে পাই।'

এছাড়াও বিবেক বলেন, 'নেতিবাচক এক পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। প্রেমে ডুবে থাকা নিজের সেই সত্তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যে, আর কোনোদিন সম্পর্কে জড়াব না।'

বিবেক জানান, সময়ের সঙ্গে তিনি নিজেকে বদলে ফেলেন। তারপর আবার জীবন সম্পর্কে তার মনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবেশ করে। তবে সবটাই তার স্ত্রীর জন্য। তবে বিবেক কার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন, তা নিয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করেননি।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে 'কিউ হো গায়া না' ছবির সেটে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বিবেকের প্রেম শুরু হয়। কিন্তু বিবেক পরে দাবি করেন, ঐশ্বরিয়ার প্রাক্তন সালমান খান তাকে ফোনে হুমকি দেন। ২০০৫ সালে ঐশ্বরিয়া-বিবেকের বিচ্ছেদ হয়। ২০১০ সালে প্রিয়াঙ্কা আলভার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন বিবেক। দম্পতির এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে।

বলিউড গায়ক শানের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আল্লু অর্জুনের বাড়ি ভাঙচুরের পর বলিউড গায়ক শানের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড। তবে আল্লুর বাড়িতে জনতা হামলা করলেও শানের বাড়িতে শট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য। বান্দ্রা ওয়েস্ট এলাকায় অবস্থিত ভবনটির ১১ তলায় বাস করেন শান। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত পৌনে দুইটার দিকে আগুন লাগার খবর দমকল বাহিনীকে জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। পৌঁছে তারা দেখতে পান, সাত তলা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। আগুনের ফুলকিও দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জানা গেছে, এ ঘটনায় আশি বছরের এক বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধোঁয়ার কারণেই দমবন্ধ হয়েছিল তার। বৃদ্ধাকে উদ্ধার করার পর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। খবর দেওয়া হয় কাছের বেসরকারি হাসপাতালে। অ্যাম্বুলেন্সে করে বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে আইসিউতে রাখা হয়েছে বলেই খবর।

এদিকে আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে লেগেছে। বিস্তারিত তদন্তের পর জানানো হবে এ বিষয়ে। তবে জানা গেছে অগ্নিকাণ্ডের সময় শান ওই বাড়িতে আটকা পড়েন। তিনিসহ গভীর রাতে অনেকেই আটকে যান সেখানে। তার পরিবারের সদস্যরা ফ্ল্যাটে ছিলেন কি না জানা যায়নি। যদিও গায়কের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে দেওয়া হয়নি কোনো বিবৃতি।

নতুন বছরে এক ফ্রেমে সালমান-হৃতিক?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

নতুন বছর পাইপলাইনে আছে বেশ কিছু বিগ বাজেটের সিনেমা। এক ফ্রেমে যেমন দেখার সম্ভাবনা রয়েছে সালমান-শাহরুখকে, তেমনি এক ফ্রেমে দেখা যেতে পারে হৃতিক-সালমানকেও। কারণ যশরাজের স্পাই ইউনিভার্সে রয়েছেন শাহরুখ, সালমান ও হৃতিক। আর নতুন বছরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে হৃতিকের 'ওয়ার ২'। জল্পনা রয়েছে 'পাঠান ২' নিয়েও। তবে এরই মাঝে হৃতিক-সালমানের এক ফ্রেমে আসার সংবাদ পাওয়া গেল।

একটি অ্যাকশনধর্মী বিজ্ঞাপনে হাজির হচ্ছেন এই দুই সুপারস্টার। পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুসারে, আলী আব্বাস জাফরের পরিচালনায় বিজ্ঞাপনের জন্য জুটি বাঁধতে চলেছেন সালমান ও হৃতিক। এই বিজ্ঞাপনের বাজেট নাকি টেক্কা দিতে পারে বলিউডের বিগ বাজেটের সিনেমাকেও! জানা গেছে, হৃতিক ও সালমানকে নিয়ে একেবারে ধুন্ধুমার অ্যাকশনের বিজ্ঞাপন শুট করবেন পরিচালক আলি আব্বাস জাফর। মুম্বাইয়েই শুট হবে এই বিজ্ঞাপনের।

এটির ভিএফএক্সের ওপরেও বেশ চড়া খরচ করা হবে বলে জানা গেছে। আপাতত, হৃতিকের নতুন কোনও সিনেমার ঘোষণা নেই। হাতে রয়েছে 'ওয়ার ২'। তবে সালমান এখন ব্যস্ত তার নতুন সিনেমা 'সিকান্দার'-এর শুটিংয়ে। প্রাণনাশের হুমকির মাঝেই কড়া নিরাপত্তার মোড়কে শুটিং সারছেন বলিউডের ভাইজান।

নতুন ছবির পরিচালক পরিবর্তন, জানালেন শাহরুখ খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউড কিং শাহরুখ খান পরপর বক্স অফিসে ৩টি হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। আবার নতুন ছবিতে শুটিংয়ের কাজ শুরু করেছেন শাহরুখ খান। হঠাৎ তার নতুন ছবির পরিচালক পরিবর্তনের গুঞ্জন চলছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিচালক সুজয় ঘোষের 'কিং' ছবির মাধ্যমে প্রথমবার মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে বড় পর্দায় আসতে চলেছেন শাহরুখ। লন্ডনে শুটিং শুরুও হয়ে গিয়েছিল। তবে মাঝপথে 'কিং' ছবিতে পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে। সুজয় ঘোষের জায়গা নিলেন 'পাঠান' পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ। এ সিদ্ধান্ত প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগেই নিয়েছিলেন শাহরুখ। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ইতোমধ্যেই অনেকটা পরিবর্তন করা হয়েছে ছবির গল্পে। সেই কারণে ছবিটির সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারছিলেন না সুজয়। পরিচালক এ ছবির গল্পকে যেভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন, ছবিটি নাকি আর সেই জায়গায় নেই। অ্যাকশন, ড্রামা, ইমোশন, প্রেম সব রকম উপাদান মিশিয়ে এই ছবির যে তারে বাঁধা হয়েছে সেই উচ্চতা ছোঁয়ার উপযুক্ত মানুষ সিদ্ধার্থ আনন্দ। নিজের ভাবনা সুজয়ের সঙ্গে ভাগ করে নেন শাহরুখ। সকলের সম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

নারী অনুরাগীদের উন্মাদনা: যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন বরুণ

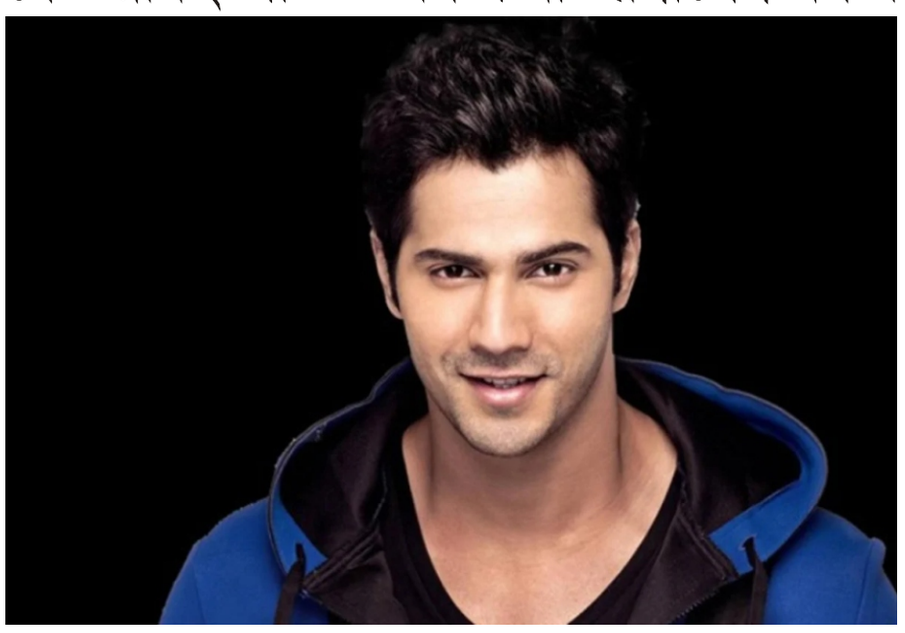

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

সবাই খ্যাতি অর্জন করতে চায়। এক সময় কারো কারো কাছে আবার খ্যাতি বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবার তেমনই বিড়ম্বনায় পড়েছেন বলিউডের নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় নায়ক বরুণ ধাওয়ান।

নারী অনুরাগীদের উন্মাদনায় কয়েকবার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন বরুণ। এমন ঘটনাও ঘটেছে, চোখের সামনে তাকে দেখার আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছেন অনুরাগী। এমনও হয়েছে, নারী অনুরাগীরা জোর করে চুম্বন করেছেন বা জড়িয়ে ধরেছেন। একবার উত্তেজনার বশে এক অনুরাগী বরুণের নিতম্বে চিমটি কেটেছেন বলেও জানিয়েছেন এ নায়ক।

বরুণ ধাওয়ান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দ্বারকাতে গিয়ে এই ঘটনাটার সম্মুখীন হয়েছিলাম। মোটেই ভালোলাগেনি বিষয়টি। অনেক কিছু ঘটেছিল সে সময়। একজন আমার নিতম্বে চিমটি কেটেছিলেন। আমার খুবই অস্বস্তি লেগেছিল।'

শুধু তাই নয়, বরুণ ধাওয়ান একবার জনসমক্ষে এক বয়স্ক অনুরাগীর কাছে বকুনিও খেয়েছিলেন। 'অক্টোবর' সিনেমার শুটিং করছিলেন অভিনেতা। প্রায় ১০০০ মানুষের সামনে চলছিল সিনেমাটির দৃশ্য ধারণের কাজ। তখনই হাজির এই নারী অনুরাগী। বরুণ ধাওয়ান বলেন, আমাকে অনুসরণ করতে করতে চলে এসেছিলেন তিনি। ফোন নম্বর চাইছিলেন। আমি রাজি না হওয়ায় বলেছিলেন, রতন টাটা সব সময় ফোন নম্বর দিয়ে দেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলান, ইনি রতন টাটার কথা কেন বলছেন। এ নারীর মতে ছবির অভিনেতারা খুব দাম্ভিক হন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমি ফোন নম্বর দিই। কিন্তু একটি ভুয়া নম্বর দিয়েছিলাম তাকে।'

আগামী ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে বরুণের সিনেমা 'বেবি জন'। এ সিনেমায় তার সঙ্গে কীর্তি সুরেশ ও ওয়ামিকা গাব্বিকে দেখা যাবে। সিনেমাটিতে সালমান খানও থাকছেন অতিথি অভিনেতা রূপে।

মেলবোর্নে ভারতের লজ্জার হার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

মেলবোর্ন টেস্টে হেরে গেল ভারত। জয়ের জন্য রোহিতবাহিনীর সামনে ৩৪০ রানের লক্ষ্য দেয় অস্ট্রেলিয়া। হাতে ছিল একটা দিন। কিন্তু পঞ্চম দিন পুরো ব্যাট করে লড়তে পারল না। বাকি ম্যাচগুলোর মতো এই ম্যাচেও টপ অর্ডার ব্যর্থ হয়। মিডল অর্ডার ও লোয়ার মিডল অর্ডার লড়ার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি।

একটা সময় মনে হয়েছিল ম্যাচটা ভারত জিতে যাবে। ৩৩ রানে ২ উইকেট ছিল টিম ইন্ডিয়ার। সেখান থেকে দল মাত্র ১৫৫ রানে গুটিয়ে গেল। ফলাফল ১৮৪ রানে হারতে হয়েছে। এ জয়ে ২-১ এ সিরিজে এগিয়ে গেল অজিরা।

দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮৪ রান করেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ঋষভ পান্ত। স্কট বোল্যান্ড ১৬ রানে ও প্যাট কামিন্স ১৮ রানে তিনটি করে উইকেট নেন। এছাড়াও নাথান লায়ন দুইটি ও মিচেল স্ট্রাক এবং ট্রাভিস হেড একটি করে উইকেট নেন।

দর্শক উন্মাদনার এই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ দিন শেষ করেছিল ৯ উইকেটে ২২৮ রানে। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) টেস্টের পঞ্চম দিনে অজিরা ২৩৪ রানে অলআউট। ৪১ করা নাথান লায়নকে বোল্ড করে ক্যারিয়ারে ১৩তম বারের মতো পাঁচ উইকেট তুলে নেওয়ার কীর্ত গড়েন জাসপ্রিত বুমরা। ৫৭ রানে দেন তিনি।

গত ৬ বছরে ছেলেদের টেস্টে আর কোনো বোলার বুমরার চেয়ে বেশি ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিতে পারেনি। ছয় বছরে ইনিংসে সমান ১২ বার করে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন নাথান লায়ন, প্যাট কামিন্স ও তাইজুল ইসলাম। এজন্য বল করেছেন নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি ২৪.৪ ওভার।

অশ্বিনের অবসর নিয়ে যে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন হরভজন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

হুট করেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন- ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং তেমনটা মনে করেন না। তার মতে, বুঝেশুনেই সরে গিয়েছেন এই অফস্পিনার।

পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে অশ্বিনকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়। তিনি অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচটি খেলেছিলেন, কিন্তু তৃতীয় টেস্টের জন্য ফের বেঞ্চে ছিলেন। ওয়াশিংটন সুন্দর প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন এবং গ্যাবায় একমাত্র স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে দলে ছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

ভারতের এক দৈনিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হরভজন জানান, ভারতের ইংল্যান্ড সফরের জন্য যেই দুই স্পিনারকে বাছাই করা হবে, তাদের মধ্যে অশ্বিনের নাম থাকবে না। সেই কারণে এই অভিজ্ঞ স্পিনার অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অশ্বিন বুঝেছিলেন তার জন্য খেলাকে বিদায় জানানোর সময় এসেছে।

হরভজন সিং বলেন, 'তাদের সিদ্ধান্তে আমি হতবাক। চলমান সিরিজের মাঝখানে এত বড় সিদ্ধান্ত আসাটা অবশ্যই বিস্ময়কর। সম্ভবত আমরা তাকে সিডনি এবং মেলবোর্নে দেখতে পাব বলে আশা করছিলাম। কারণ সেখানে স্পিনারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমাদের উচিত তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করা। ও নিশ্চয়ই খুব ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে অনেক বড় বোলার। আমি তার কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানাই। সে একজন ম্যাচ উইনার বোলার। সে ভারতের হয়ে অনেক ম্যাচ জিতেছে। আমি তার ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা করি।'

হরভজন মনে করেন, অশ্বিন বুঝতে পেরেছিলেন ম্যানেজমেন্ট তার থেকে এই মুহূর্তে ওয়াশিংটন সুন্দরকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। তিনি বলেন, 'এদিক-ওদিক থেকে যা শুনছি, তাতে হয়তো অশ্বিন বুঝতে পেরেছিল তার জায়গায় ওয়াশিংটন সুন্দরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। ইংল্যান্ডে পাঁচটি ম্যাচ খেলতে হবে, যেখানে মাত্র দু'জন স্পিনার যাবে, সেই স্পিনার কারা হবে, এমন অনেক কথাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

উইন্ডিজ টেস্ট দলে আমির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেকেই হাঁকিয়েছিলেন সেঞ্চুরি। ব্যাট হাতে এমন ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন আমির জাঞ্জু। পাকিস্তান সফরে প্রথমবারের মতো সাদা পোশাকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ডাক পেয়েছেন এই বাঁহাতি উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান।

প্রায় ১৮ বছর পর পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ খেলতে যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এজন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)।

সবশেষ বাংলাদেশ সিরিজের দলে পরিবর্তন দুটি। ফিরেছেন বাঁহাতি স্পিনার গুডাকেশ মোটি। পায়ের চোটে ছিটকে গেছেন শামার জোসেফ। আর আইএল টি-টোয়েন্টির ব্যস্ততায় পাকিস্তান সফরে যাবেন না আরেক পেসার আলজারি জোসেফ।

আমির পেয়েছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার। সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়নশিপে ৮ ইনিংসে ১০০ গড়ে ৫০০ রান করেন ২৭ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। বাঁহাতি এই মিডল-অর্ডার চলতি মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক অভিষেকে খেলেন মাত্র ৮৩ বলে ১০৪ রানের ইনিংস।

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সময় গ্লোবাল সুপার লিগে ব্যস্ত ছিলেন মোটি। পাকিস্তানে তার সঙ্গে স্পিন আক্রমণে থাকবেন কেভিন সিনক্লেয়ার ও জোমেল ওয়ারিক্যান।

এর আগে ক্যারিবীয়রা পাকিস্তানে সবশেষ সিরিজের খেলেছে ২০০৬ সালের নভেম্বরে। মাঝে ২০১৬ সালে নিরপেক্ষ ভেন্যু সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি টেস্ট সিরিজ খেলেছিল দুই দল।

আগামী ২ জানুয়ারি পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হবে ক্যারিবিয়ানরা। করাচিতে প্রথম টেস্ট শুরু ১৬ জানুয়ারি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াড: ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট (অধিনায়ক), জশুয়া দা সিলভা (সহ-অধিনায়ক), আলিক আথানেজ, কেসি কার্টি, জাস্টিন গ্রেভস, কাভেম হজ, টেভিন ইমলাক, আমির জাঞ্জু, মিকাইল লুই, গুডাকেশ মোটি, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, কেমার রোচ, কেভিন সিনক্লেয়ার, জেডেন সিলস, জোমেল ওয়ারিক্যান।

ছুটি কাটাতে বরফরাজ্যে রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে সৌদি আরবের উত্তপ্ত আবহাওয়া ছেড়ে ফিনল্যান্ডের জমাটবাঁধা ঠাণ্ডার শহর ল্যাপল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ল্যাপল্যান্ডের ঠাণ্ডা পরিবেশে দারুণ কিছু মুহূর্ত উপভোগ করছেন ৩৯ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ তারকা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা ছবিতে দেখা গেছে, তিনি বরফে স্কি বাইক চালানো থেকে শুরু করে হিমশীতল তাপমাত্রায় তার শক্তিশালী শরীর প্রদর্শন করছেন।

সৌদি প্রো লিগের প্রথমার্ধ শেষ করেছে রোনালদোর দল আল নাসর। ডিসেম্বরের শুরুতে আল ইত্তিহাদের কাছে পরাজয়ের মাধ্যমে তাদের প্রথমার্ধ শেষ হয়। বর্তমানে সৌদি জাতীয় দল গালফ কাপে অংশ নেওয়ায় লিগে বিরতি চলছে।

তাই ৯ জানুয়ারি থেকে পুনরায় লিগ শুরু হওয়ার আগে ছুটির সময়টি পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করছেন রোনালদো।

সৌদি প্রো লিগে ১৩ ম্যাচ শেষে রোনালদোর আল নাসর ইতিমধ্যেই পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা আল ইত্তিহাদের থেকে ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় লিগ শিরোপার দৌড়ে দলটির সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ।

অবশেষে জানা গেল নেইমারের বার্সা ছাড়ার আসল রহস্য

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

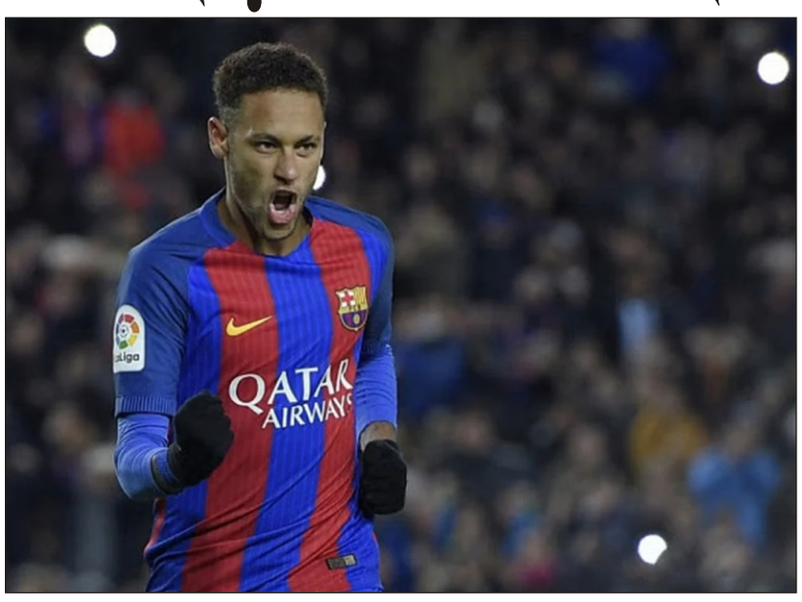

ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম দামী ট্রান্সফার বলা যায় নেইমার জুনিয়রের বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যাওয়ার ঘটনাটিকে। ২০১৭ সালে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে তৎকালীন সময়ের ঐতিহাসিক এই দল বদলটি সম্পন্ন হয়। এমনকি এখন পর্যন্ত সেটিই দলবদলের ইতিহাসে বিশ্ব রেকর্ড।

লম্বা সময় ধরে নেইমারের এই দলবদল খবরের শিরোনাম হয়ে ছিল। কেন বার্সার মতো সফল ও তারকাবহুল ক্লাব ছেড়ে নেইমার পিএসজিতে গেলেন, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে অনেক। অনেকের ধারণা ছিল, বার্সায় লিওনেল মেসির ছায়ায় না থেকে পিএসজিতে গিয়ে এককভাবে তারকা হতে চেয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু সাত বছর পর এসে নেইমারের সেই দলবদল নিয়ে ভিন্ন কথা বলছেন তাঁর বাবা নেইমার সিনিয়র।

তিনি বলেছেন, তাঁর ছেলে মেসির কারণে বার্সা ছাড়লেও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। নেইমার বড় তারকা হতে বার্সা ছাড়েননি; বরং বার্সায় মেসির জায়গা না নিতেই ক্লাব ছেড়েছিলেন। সেই সময় বার্সার প্রতি ছেলের ভালোবাসা কেমন ছিল, তাও তুলে ধরেন নেইমার সিনিয়র।

'জোতা জোতা' পডকাস্টে নেইমারের বাবা বলেছেন, 'পিএসজিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তার। সে ক্লাব বদলাতে চেয়েছিল। ওই সময় বার্সায় আমরা খুব জটিল পরিস্থিতিতে ছিলাম। কারণ, আমরা জানতাম না ক্লাব ম্যানেজমেন্ট কী ভাবছে। মনে হচ্ছিল, ক্লাব তাকে (নেইমার) মেসির জায়গায় চাইছিল। কিন্তু সে সেটা চায়নি। সে ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং অন্য কোথাও চলে যেতে চাইছিল।' 'আমি চেয়েছিলাম আমার ছেলে বার্সাতেই থাকুক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তার ক্লাব ছাড়া আটকাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে ছেড়ে গিয়েছিল। কারণ, সে মেসির জায়গা নিতে চায়নি এবং বার্সার সবচেয়ে বড় তারকা হতে চায়নি-যোগ করেন নেইমার সিনিয়র।

বার্সার প্রতি নেইমারের ভালোবাসা কেমন ছিল, তা ব্যাখ্যা করে ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের বাবা আরও বলেছেন, 'বার্সায় যোগ দেওয়া ছিল পুরোপুরি তার সিদ্ধান্ত। আমার হাতে বার্সা ও মাদ্রিদ (রিয়াল)' দুই দলেরই প্রস্তাব ছিল। মাদ্রিদের প্রস্তাব তিন গুণ বেশি ছিল। কিন্তু সে এই মানুষগুলোর (মেসি ও সুয়ারেজ) সঙ্গেই খেলতে চেয়েছিল। তার স্বপ্ন ছিল বার্সার হয়ে খেলা।

তবু ঝুলে থাকল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি। আগামী বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে করাচিতে আসর শুরু হবে। ৯ মার্চ হবে ফাইনাল। ভারতের বিপক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি দুবাইতে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের বাকি দুই প্রতিপক্ষ স্বাগতিক পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে নিউজিল্যান্ড এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নানা সংকট ছিল। শেষ পর্যন্ত সব সমাধান হয়েছে। আইসিসি, বিসিসিআই ও পিসিবি সমঝোতায় আসায় আসরের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ঝুলে আছে কেবল ফাইনাল। সূচিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল রাখা হয়েছে লাহোরে। তবে ভারত ফাইনালে উঠলে ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম সেমিফাইনাল রাখা হয়েছে দুবাইয়ে। অর্থাৎ ভারত সেমিতে উঠতে পারে ভেবেই একটি সেমিফাইনাল দুবাইতে রাখা হয়েছে। ম্যাচটি ৪ মার্চ মাঠে গড়াবে। ওই ম্যাচের পরই জানা যাবে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল লাহোরে নাকি দুবাইতে। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে বেশ জলঘোলা হয়েছে। ভারত নিরাপত্তা অজুহাতে পাকিস্তানে যাচ্ছে না। ওদিকে পাকিস্তান শুরুতে পুরো টুর্নামেন্ট নিজ দেশে আয়োজনের সিদ্ধান্তে অটল ছিল। পরে হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তাব আসে। সেখানে পিসিবি রাজি হলেও তারা 'চিরস্থায়ী হাইব্রিড বন্দোবস্তের' প্রস্তাব দেয়। অর্থাৎ ২০২৮ সাল পর্যন্ত আইসিসি ও এসিসির টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচ নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজন করতে হবে। শেষ পর্যন্ত আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান জয় শাহ পিসিবির প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR